ভারত ছাড়ুন, বিরাটের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ ব্যাট-প্যাড তুলে রেখে সাময়িক বিশ্রামে।

যদিও বিশ্রামের মাঝেই ক্রিকেটকে ঘিরেই বিতর্কে জড়ালেন বিরাট কোহলি। ইনস্টাগ্রামে এক ভারতীয় মন্তব্য করেছিলেন, বিরাট কোহলি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কোহলি আহামরি ক্রিকেটার নন। স্পেশাল কিছু খুঁজে পান না বিরাটের খেলায়। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের খেলা অনেক বেশি তৃপ্তি দেয়। জবাবে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটপ্রেমীকে বিরাট একেবারে ভারত ছাড়ার কথা শুনিয়ে দেন।

বিরাট বলেন, 'আমার মতে, আপনার ভারতে থাকা উচিত নয়। ভারত ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকুন। ভারতে থাকবেন অথচ, অন্য দেশকে ভালোবাসবেন? আপনি আমাকে পছন্দ করলেন কি করলেন না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে আপনার যদি অন্য দেশ পছন্দ হয়, তাহলে সেখানেই যাওয়া উচিত। সবার আগে তাই অগ্রাধিকারের তালিকাটা আপনি ঠিক করে নিন।'

বিরাটের যে মন্তব্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো বিতর্কের ঝড়। ভারত অধিনায়ককে তুলোধোনা করে বেশ কিছু পোস্টও করা হয়েছে। একজন তির্যক ভাষায় লিখেছেন, অগ্রাধিকারের তালিকা ঠিক করে ফেলেছি। ভারত ছেড়ে আমেরিকায় চললাম। কারণ ক্রিকেটকে ঘৃণা করি আমি। একজন

ভারতীয় নাগরিককে দেশ ছাড়ার কথা বলার বিরাট কে, সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যেখানে এক ক্রিকেটপ্রেমী লিখেছেন, 'ভারতীয় নাগরিককে তার নিজের দেশ ছাড়তে বলাটা শোভা পায় না বিরাটের।' কারও মতে, এহেন মন্তব্যে নিম্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। একইসঙ্গে ইতালিতে বিয়ের অনুষ্ঠান করা নিয়েও বিরাটকে খোঁচা দিয়েছেন এক ক্রিকেটপ্রেমী। তাঁর কথায়, এতই যদি দেশের প্রতি ভক্তি তাহলে বিদেশে বিয়ে করতে গেলেন কেন। আপনার এনডর্সমেন্টের বেশিরভাগই তো বিদেশি। তার বেলা?

প্রবাসী ভারতীয়দের প্রসঙ্গ টেনে ভারতীয় রানমেশিনকে খোঁচা মারতে ভোলেননি কেউ কেউ। তাদের যুক্তি, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডে বিরাটরা যখন খেলতে যায়, সেখানে প্রবাসী ভারতীয়রা দলের হয়ে গলা ফাটায়। দেশের বাইরে থাকা এই মানুষগুলি সম্পর্কে বিরাট কী বলবেন? তাহলে তো আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় প্রবাসী ভারতীয়দের বলা উচিত, তারা যেন ব্যাগি গ্রিন ব্রিগেডকেই সমর্থন করেন। বিদেশি খেলোয়াড়কে ভালোবাসা মানেই সে ভারত-বিরোধী? এই প্রসঙ্গ টেনে বিরাট কোহলিকে একজন পরামর্শ দিয়েছেন, রজার ফেডেরারকে না না ভালোবেসে বিরাটের উচিত ইউকি ভামরি, সাকেত মিনেনিদের পছন্দ করা।

টোকিও অলিম্পিকে পদক চান চানু

নাগপুর, ৭ নভেম্বর ঃ কর্ণম মালেশ্বরীর পর দ্বিতীয় ভারোত্তোলক হিসেবে গতবছর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। পিঠের চোটের জন্য চলতি বছরের এশিয়াডে না নামলেও টোকিও অলিম্পিকে পদক জিততে চান মীরাবাই চানু।

গতবছরের সোনা তাঁকে প্রচারের আলোয় আনলেও একটা সময় পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে চানুকে। যদিও সেসব ভুলে আপাতত টোকিও অলিম্পিককেই পাখির চোখ করছেন সম্প্রতি রাজীব খেলরত্ন পাওয়া এই ভারোত্তোলক।

এপ্রসঙ্গে চানু বলেছেন, 'টোকিও অলিম্পিকে পদক জেতার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে চাই। চোট সারিয়ে আমি এখন পুরোপুরি ফিট। পোডিয়াম ফিনিশকে পাখির চোখ করেই পাতিয়ালায় ট্রেনিং শুরু করেছি। টোকিওতে পদক জেতাই আমার লক্ষ্য।' সদ্যসমাপ্ত এশিয়াডে ভারতের পারফরম্যান্স নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন চানু। তাঁর কথায়, 'অ্যাথলিটদের পারফরম্যান্সের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। যার সুফল মিলেছে এশিয়াডে। ভারতের পদক তালিকা দেখলেই সেটা বোঝা যাবে।' হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও লক্ষ্যে অবিচল বলেই তাঁর সাফল্য এসেছে বলে মনে করেন চানু।

রাজ্য স্কুল দলে বিকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ ১৫-১৮ নভেম্বর জয়পুরে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় স্কুল ফুটবলের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় দলে সুযোগ পেল শিলিগুড়ি কৃষ্ণমায়া হাইস্কুলের বিকি শৈব। বৃহস্পতিবার সে উলুবেড়িয়ায় দলের সঙ্গে যোগ দেবে। সেখানে শুক্রবার থেকে বাংলা দলের ক্যাম্প শুরু হবে। বিকির সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মদন ভট্টাচার্য।

জয়ী সাঁওতাল, আদিবাসী

গাজোল, ৭ নভেম্বর ঃ ব্লক ক্রীড়া সংস্থার সুপদকুমার মণ্ডল, মিনতি মণ্ডল ও বিশাখারানী লাহা ট্রফি দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে বুধবার গাজোল সাঁওতাল বয়েজ ক্লাব ২-১ গোলে মশালদিঘিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে সাঁওতাল বয়েজের বিশ্বনাথ কিসকু জোড়া গোল করেন। মশালদিঘির গোলদাতা রাম বাস্কে। অন্য ম্যাচে আদিবাসী এসএস কিং ১-০ গোলে আহোরা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন বিমল সোরেন। সোমবার কাটনা আদিবাসী কল্যাণ সংঘ ২-০ গোলে পুরুলিয়া অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। গোল করেন উকিল মুর্মু ও সুরজিৎ মুর্মু। অন্য ম্যাচে গোয়লনাঙ্গরা আদিবাসী মেহনতি ক্লাব ২-০ গোলে তালবেড়িয়া এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন শিবলাল টুডু ও সুজিত হেমব্রম। বৃহস্পতিবার খেলবে খিরকিডাঙ্গা এডিএস ও চিনিডাঙ্গা এনজিসি। পরে মুখোমুখি হবে ঝুমুরতলা ভিএসএস ও রানিপুর যুব সংঘ।

জেলা বক্সিং কমিটি

তুফানগঞ্জ, ৭ নভেম্বর ঃ কোচবিহার জেলা বক্সিং সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন জেলা বক্সিং কমিটি গঠিত হয়েছে। নয়া কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন পঙ্কজ ঘোষ। সচিব ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে বাবলু দাস ও তপনচন্দ্র দাস। বাবলুবাবু জানিয়েছেন, ১৯ ও ২০ নভেম্বর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে উত্তরবঙ্গ বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য সাতজনের একটি টুর্নামেন্ট কমিটিও এদিন গঠিত হয়েছে।

এক ওভারে ৪৩ রান, রেকর্ড কিউয়ি জুটির

হ্যামিল্টন, ৭ নভেম্বর ঃ লিস্ট-এ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন জো কার্টার এবং ব্রেট হ্যাম্পটন। দুই কিউয়ি ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং তাণ্ডবে এক ওভারে উঠল ৪৩ রান। বুধবার হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া একদিনের টুর্নামেন্ট ফোর্ড ট্রফিতে এই নজির গড়লেন তাঁরা। সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের মিডিয়াম পেসার উইলেম লুডিকের এক ওভারে এই রেকর্ড রান তোলেন নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের কার্টার-হ্যাম্পটন জুটি। শুরুটা করেন হ্যাম্পটন (৯৫)। প্রথম বলে বাউন্ডারির পর পরপর দু'টি নো বলে ওভারবাউন্ডারি। তার পরের বলেও ছক্কা মারেন তিনি। এরপর একরান নেওয়ায় ব্যাট করার সুযোগ পান কার্টার (অপরাজিত ১০২)। পরপর তিন বলে তিনিও তিনটি ছয় মারেন। এর আগে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে এক ওভারে সর্বোচ্চ রান তোলার নজির ছিল জিম্বাবোয়ের এলটন চিগুম্বুরার। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আলাউদ্দিন বাবুর বলে এক ওভারে ৩৯ রান করেছিলেন তিনি। এদিন সেই রেকর্ড ভাঙেন কার্টার-হ্যাম্পটন জুটি। দুই কিউয়ি তারকার ব্যাটিং নৈপুণ্যে সাত উইকেটে ৩১৩ রান তোলে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস। জবাবে ২৮৮ রানে গুটিয়ে যায় সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের ইনিংস। ওই ওভারে শুধু বল ওভার বাউন্ডারি পার করাই যে লক্ষ্য ছিল, তা জানাতে ভোলেননি হ্যাম্পটন।

প্রমীলা টি২০ বিশ্বকাপ

স্পিনারদের উপর ভরসা কোচ রমেশের

গায়ানা, ৭ নভেম্বর ঃ শুক্রবার টি২০ বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করছে ভারতীয় মহিলা দল। প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। এই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের প্রধান শক্তি স্পিনরাই। একতা বিস্ত, পুনম যাদব, অনুজা পাতিলের মতো প্রতিশ্রুতিমান স্পিন বোলারদের দলে রেখেছেন কোচ রমেশ পাওয়ার। তাই বিশ্বকাপ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে ভারতীয় দলের কোচ বলেন, 'স্পিনারাই এই বিশ্বকাপে আমাদের মূল শক্তি। তাঁরা ছন্দ পেয়ে গেলে আমাদের পক্ষে কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। আমার প্রথম কাজ হল প্রথম ম্যাচ থেকেই পুনম-একতাদের সঠিক ভাবে কাজে লাগানো। স্পিনারদের পাশাপাশি আমাদের দলের ব্যাটিংয়েও যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে।' গতবছর একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মিতালি রাজদের। টি২০ বিশ্বকাপ জিতে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে মরিয়া ভারতীয় মহিলা ব্রিগেড। যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই এবার তাঁরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে। ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, 'তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে এবার যথেষ্ট ভালো দল তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে ভালো সাপোর্ট স্টাফরাও রয়েছে। আমরা প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করে খেলতে চাই।' অন্যদিকে, ভারতীয় দলের ওপেনার স্মৃতি মন্ধানা বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জয়ই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। গতবছর একটুর জন্য ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ পাইনি। তাই এবার আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য সেমিফাইনাল তারপর ফাইনাল।' গ্রুপ লিগে নিউজিল্যান্ড ছাড়াও ভারতকে খেলতে হবে পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে। তাই কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে ভারতীয় দলের জন্য।

মাঠে বসে ম্যাচ দেখার অনুরোধ মনপ্রীতের

ভুবনেশ্বর, ৭ নভেম্বর ঃ ক্রিকেট নিয়ে আসমুদ্র হিমাচলে পাগলামো নতুন কোনও বিষয় নয়। যেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট কাটতে ক্লান্ত হন না সমর্থকরা। কিন্তু সেটাই হকি কিংবা ফুটবল, তখন টিকিট কেটে খেলা দেখার উন্মাদনা কমে আসে। যার জন্য ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর পর মাঠে বসে সমর্থকদের ম্যাচ দেখার অনুরোধ জানালেন ভারতীয় হকি অধিনায়ক মনপ্রীত সিংও। চলতি মাসের শেষ দিকে ভুবনেশ্বরে হকি বিশ্বকাপের আসর বসবে। তার আগে টুইটারে এপ্রসঙ্গে মনপ্রীত বলেছেন, 'মাঠে বসে খেলা দেখলে আলাদা উন্মাদনা তৈরি হয়। টিভিতে খেলা দেখার সময় দর্শকরা শুধুমাত্র কয়েকটি অ্যাঙ্গেল থেকে ম্যাচটি দেখতে পান। কিন্তু সেই ম্যাচই যখন মাঠে বসে দেখা হয়, তখন সেটি আলাদা মাত্রা পায়। দর্শকদের উপস্থিতি খেলোয়াড়দের মনোবল কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। যার জন্যই দর্শকদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা মাঠে গিয়ে হকি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি দেখুন।' বিশ্বকাপে অভিযান শুরুর আগে দলের ডিফেন্স ও অ্যাটাক নিয়ে খাটার প্রয়োজন রয়েছে বলে মত ভারত অধিনায়কের। এপ্রসঙ্গে তারকা মিডফিল্ডার বলেছেন, 'এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমরা একটাও ম্যাচ হারিনি। যা আমাদের বিশ্বকাপে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। তবে দলের ডিফেন্স ও অ্যাটাকিং লাইন নিয়ে আরও উন্নতি করতে হবে।'

ক্যাপটেন কোহলিতে ভরসা রাখছেন নেহেরা

লখনউ, ৭ নভেম্বর ঃ বিভিন্ন মহল থেকে রোহিত শর্মাকে টি২০-র অধিনায়ক করার দাবি উঠলেও এখনই বিরাটকে সরানো ঠিক হবে না বলে মনে করেন আশিস নেহেরা। রোহিতের নেতৃত্বে যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করছে ভারতীয় দল। তাঁকে এখনই পুরোপুরি টি২০ দলের অধিনায়ক করার সময় হয়নি বলে মনে করেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার। সেপ্টেম্বরে রোহিতের অধিনায়কত্বে এশিয়া কাপ জয়ের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি টি২০ ম্যাচে অনায়াস জয় পেয়েছে মেন ইন ব্লু। তবে নেহেরার মতে,'বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে তিনটি ফর্ম্যাটেই বিরাট দলকে দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁকে এখনই সরানো অনুচিত। সব ধরনের ক্রিকেটে বিরাটই দল পরিচালনার জন্য এখন যোগ্যতম।' তবে দু-এক বছর পর কোহলির উপর থেকে নেতৃত্বের চাপ কিছুটা কমানো যেতেই পারে বলে মত নেহেরার। তবে , এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে নির্বাচকরাই নেবেন তা জানাতে ভুল করেননি এই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। একইসঙ্গে শাহবাজ নাদিম,ওয়াশিংটন সুন্দরদের আরও বেশি করে টি২০ ম্যাচে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি।

রোহিতকে গ্রেটদের তালিকায় রাখছেন লারা

দায়িত্ব উপভোগ করছেন খলিল

লখনউ, ৭ নভেম্বর ঃ নতুন বলে বোলিংয়ের দায়িত্বটা উপভোগ করেছেন।

জাতীয় দলের হয়ে গুরুভার তাঁর কাছে বাড়তি কোনো চাপ নয়, বরং রসদ জোগাচ্ছে ভালো খেলার। বক্তা, ভারতীয় পেস ব্রিগেডের নতুন সদস্য খলিল আহমেদ। লখনউয়ে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে নতুন বলটা রোহিত শর্মা তুলে দিয়েছিলেন বছর কুড়ির এই পেসারের হাতে। হতাশ করেননি। জোড়া ধাক্কায় তুলে নেন দুই ক্যারিবিয়ান ওপেনারকে। বাকি ইনিংসে যে ধাক্কার রেশ আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি ক্যারিবিয়ান দল।

থিংক ট্যাংকের আস্থার মর্যাদা রাখার খুশি নিয়ে খলিল বলেন, 'আমার উপর বাড়তি দায়িত্ব ছিল। নতুন বলে বোলিংয়ের গুরুভার উপভোগ করেছি। ছোটো থেকে দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। সেই স্বপ্নটা পূরণ হয়েছে। জানি, দায়িত্বের ভারে যদি নুইয়ে পড়ি তাহলে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী খেলতে পারব না। তাই চেষ্টা করি, নিজের খেলাটা সবসময় উপভোগ করতে।'

ওডিআই সিরিজেও ভালো পারফর্ম করেছিলেন। চার ম্যাচে সাত উইকেট নিয়েছিলেন। সেই সাফল্যের সুবাদেই টি২০ সিরিজে অভিষেক। প্রথম দুই ম্যাচে বাঁহাতি খলিলের উপস্থিতি পেস ব্রিগেডে বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। নিজের পারফরম্যান্স সম্পর্কে খলিল আরও বলেন, 'লক্ষ্য একটা, দেশের জার্সিতে সবসময় সেরাটা দেওয়া, ভালো খেলার। নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আমি আত্মবিশ্বাসী। তবে লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজন খেলাটা উপভোগ করা। দরকার সাফল্যের খিদে।'

গত আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে সাফল্য তাঁর নাম

নির্বাচকদের গুডবুকে তুলে দেয়। দলের ফাইনালে ওঠার অন্যতম কারিগরও ছিলেন। খলিলের কথায়, সানরাইজার্সের ড্রেসিংরুমে একঝাঁক আন্তর্জাতিক তারকাকে পাওয়া তাঁকে ভালো খেলতে সাহায্য করেছে। জুগিয়েছে প্রয়োজনীয় রসদও। 'আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আমাকে সাহায্য করেছে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার সময়। আইপিএলের সুবাদে একঝাঁক আন্তর্জাতিক তারকার সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ফলে ভারতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর অস্বস্তি হয়নি। সব মিলিয়ে আইপিএল থেকে আমি দারুণ উপকৃত।'

নবাবের শহরে রোহিত শর্মার নবাবি ইনিংসে মজে ক্রিকেট দুনিয়া। তালিকায় ক্রিকেটের রাজপুত্র ব্রায়ান চার্লস লারাও। ৬১ বলে ১১১ রানের ইনিংস দেখে এতটাই মুগ্ধ, রোহিতকে এখনই গ্রেটদের তালিকায় রাখছেন। সাদা বলে, রঙিন পোশাকের লিমিটেড ওভারের ক্রিকেটে রোহিতের পারফরম্যান্স তাবড় তাবড় ব্যাটসম্যানদেরও ঈর্ষার কারণ। পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে তিনটি দ্বিশতরান, টি২০ ফর্ম্যাটে একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে চারটি সেঞ্চুরি, রোহিত-এফেক্টের ফল। ওডিআই শতরানের সংখ্যা ইতিমধ্যেই একুশ। তার মধ্যে ১২টিই বিদেশের মাটিতে, যার চারটি অস্ট্রেলিয়া পেস-বাউন্সি উইকেটে।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সামনে শুধু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট কোহলি, শচীন তেন্ডুলকার। ইতিমধ্যেই দেশের সফলতম তিন ওপেনারের তালিকায় নিজের নাম তুলে ফেলেছেন।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, টেস্ট ফর্ম্যাটে রোহিত যতটাই বিবর্ণ, সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে ততোধিক উজ্জ্বল। ২১টি সেঞ্চুরির মধ্যেই সাতবার দেড়শো প্লাস রান করেছেন, যার নজির বিশ্বে আর কারোর নেই। ২০১৩ সালে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে প্রতিটি ক্যালেন্ডার ইয়ারে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ইনিংসও এসেছে রোহিতের ব্যাট থেকে। ২০২ ছক্কা মেরে তালিকায় ছয় নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। রোহিতের আগে রয়েছেন শাহিদ আফ্রিদি (৩৫১), ক্রিস গেইল (২৭৫), সনৎ জয়সূর্য (২৭০), মহেন্দ্র সিং ধোনি (২১৮) ও এবি ডিভিলিয়ার্স (২০৪)। ক্রিকেটমহলের মতে রোহিত শর্মা সবে ৩১। ফর্মটা বজায় থাকলে ওডিআই ও টি২০ ফর্ম্যাটে আরও অনেক রেকর্ড অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

দীপাবলিতে পরিবারের সঙ্গে চেতেশ্বর পূজারা (উপরে) ও রোহিত শর্মা।

উৎসবের মেজাজ বেঁধে দিয়েছে রোহিত : শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ আলোর উৎসবে মেতে গোটা দেশ।

আসমুদ্র হিমাচলের পাশাপাশি প্রবাসী ভারতীয়রাও মেতেছে দীপাবলিতে। ব্যতিক্রম নয় ক্রিকেটমহলও। বীরেন্দ্র শেহবাগ থেকে রবি শাস্ত্রী, শামিল যে উৎসবে। প্রাক্তন থেকে বর্তমান নক্ষত্ররা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশবাসীকে। রবি শাস্ত্রী তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় রোহিতের ৬১ বলে ১১১ রানের বাহারি ইনিংসের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'গতকাল লখনউতে হিটম্যান মেজাজটা বেঁধে দিয়েছে। উপভোগ করুন। সবাইকে দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা।'

শুভেচ্ছা এসেছে ওয়াঘার ওপার থেকেও। প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ও কোচ ওয়াকার ইউনিস সুখ ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেছেন। লিখেছেন, 'সীমান্তের ওপারে এবং গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আমার বন্ধুদের দীপাবলির শুভেচ্ছা। উৎসবের মুহূর্তটা স্মরণীয় হয়ে থাকুক সবার জন্য।' বীরেন্দ্র শেহবাগও জানিয়েছেন, দীপাবলির হাত ধরে ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি মানুষের মধ্যে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত আলোকিত হোক আলোর উৎসবের হাত ধরে।

মহিলা বিশ্বকাপ খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ উড়ে গিয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। আর হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মন্ধানারা সেখানেই পালন করছেন আলোর উৎসব। টিম হোটেলে গোটা দলের ছবি পোস্ট করে পুনম যাদব সেই বার্তাটাই দিয়েছেন। দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে, দেশবাসীকে তাদের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করার আবেদন করেছেন। বিশ্বকাপের সাফল্য, বাকি দলগুলিকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন একইসঙ্গে।

মহম্মদ সামি ঃ আসুন দীপাবলিকে আনন্দঘন ও বর্ণময় করে তুলি। আসুন প্রকৃতঅর্থে আলোর উৎসবে পরিণত করি।

যুবরাজ সিং ঃ সবার জন্য সুখ-শান্তি, ভালোবাসা কামনা করি। নিরাপদে পালন করুন দীপাবলি। একইসঙ্গে নিজের এবং অন্যদের জীবনকে আলোকিত করার কাজে এগিয়ে আসুন সবাই।

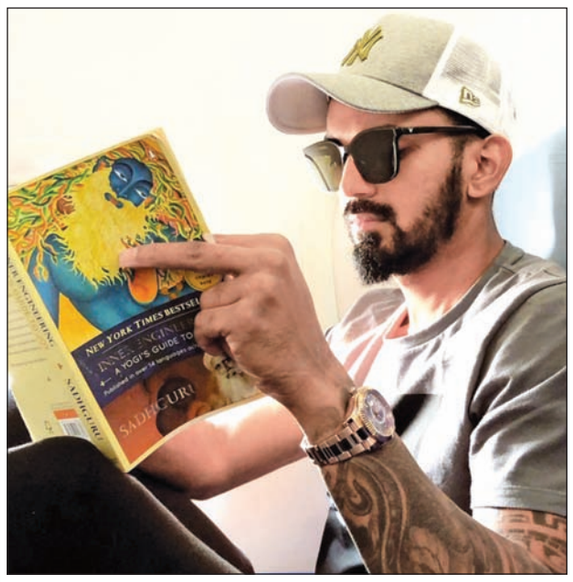

লখনউ থেকে বাড়ির পথে লোকেশ রাহুল।

চিন ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে কিদাম্বি শ্রীকান্ত

ফুঝহোউ, ৭ নভেম্বর ঃ চিন ওপেনের প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছোলেন ভারতের তারকা শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বুধবার প্রথম রাউন্ডে তিনি ফ্রান্সের লুকাস করভিকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন। খেলার ফল হায়দরাবাদী শ্রীকান্তের পক্ষে ২১-১২, ২১-১৬। প্রথম গেমের শুরুতে ১-৪ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়লেও সেখান থেকে ম্যাচে ফেরা শুরু করেন শ্রীকান্ত। যার ফলে ১১-৭ পয়েন্টের লিড নিয়ে বিরতিতে যান তিনি। বিরতির পর ফরাসি শাটলারকে কার্যত দাঁড়াতেই দেননি শ্রীকান্ত। দ্বিতীয় গেমে বিরতি পর্যন্ত সমান পয়েন্ট থাকলেও প্রান্তবদলের পর করভির ম্যাচে ফেরার সব রাস্তা বন্ধ করে দেন শ্রীকান্ত। যার ফলে ২১-১৬ পয়েন্টে ম্যাচ বার করতে কোনো অসুবিধা হয়নি তাঁর। তবে, পুরুষদের সিঙ্গলসে এইচএস প্রণয় ১১-২১, ১৪-২১ পয়েন্টে এশিয়াডে সোনাজয়ী জোনাথন ক্রিস্টির বিরুদ্ধে হেরে বিদায় নিয়েছেন। পাশাপাশি, মহিলাদের সিঙ্গলসে উঠতি শাটলার বৈষ্ণবী রেড্ডি জাক্কা ১২-২১, ১৬-২১ পয়েন্টে থাইল্যান্ডের প্রনপায়ি চোচুয়ংয়ের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছেন। এছাড়াও মিক্সড ডাবলসে সাত্বিকরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও অশ্বিনী পোনাপ্পা বিদায় নিয়েছেন।

আইএসএলে আজ দিল্লি-গোয়া

পানাজি, ৭ নভেম্বর ঃ জামশেদপুর এফসির কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে দিল্লি ডায়নামোসের মুখোমুখি হচ্ছে এফসি গোয়া। লিগ টেবিলের নবম স্থানে থাকা দিল্লির বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট পেতে মরিয়া গোয়ার কোচ সার্জিয়ো লোবেরা। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে এই ম্যাচে গোয়ার দলে ফিরছেন তারকা স্ট্রাইকার ফেরান কোরোমিনাস। তাঁর মতো স্ট্রাইকার ফিরে আসায় দল যে অনেকটা শক্তিশালী হবে তা মানছেন গোয়ার কোচ। লোবেরার কথায়,'কোরোমিনাস দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। তবে আমরা দলগত ভাবেই জয়ের চেষ্টা করব। ' শেষ ম্যাচে হারলেও তাঁকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ গোয়ার কোচ। তাঁর মতে, 'লম্বা লিগে দু-একটা ম্যাচে খারাপ ফল হতেই পারে।' অন্যদিকে,সাত ম্যাচ খেলে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি দিল্লি। গোয়ার মাঠে প্রথম জয়ের খোঁজে প্রীতম কোটালরা। শেষ ম্যাচে বড়ো ব্যবধানে হারায় মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে থেকে শুরু করবে গোয়া, আর এই সুযোগটাই নিতে চাইছেন দিল্লি কোচ জোসেফ গুম্বাও। তিনি বলেন, 'এটা সত্যি গোয়া অত্যন্ত শক্তিশালী দল। বিশেষত আক্রমণভাগ। তবে দুটি দলেই ভালো ফুটবলাররা রয়েছে তাই লড়াই ভালো হবে।' পূর্ণশক্তির দল নিয়েই বৃহস্পতিবার মাঠে নামছে দিল্লি।

নেপালের মুখোমুখি ভারত

ইয়াঙ্গন, ৭ নভেম্বর ঃ লক্ষ্য ২০২০ এএফসি অলিম্পিক টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মাঠে নামছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ নেপাল। এর আগে চারবার যোগ্যতা অর্জন পর্বে অংশ নিলেও মূল পর্বে পৌঁছাতে পারেনি ভারত। এবার সেই বাধা পেরোতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় দলের কোচ মেমুল রকি। সাফল্য পেতে মুম্বইয়ে ফুটবলারদের নিয়ে তিন সপ্তাহের আবাসিক শিবিরও করেছেন তিনি। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে মেমুল রকি বলেন, 'প্রথম ম্যাচে আমরা নেপালের বিরুদ্ধে খেলব। তারপর বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের ম্যাচ রয়েছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে এই দুই দলই আমাদের সমকক্ষ। ফলে জয়ের ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'যেকোনো টুর্নামেন্ট জয় দিয়ে শুরু করলে তা ফুটবলারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। দলের মেয়েরাও সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে মাঠে নামবে।'

বিগ ব্যাশে মুজিব

ব্রিসবেন, ৭ নভেম্বর ঃ আফগানিস্তান স্পিনার মুজিব-উর রহমানকে বিগ ব্যাশ লিগের জন্য সই করাল ব্রিসবেন হিটস। দেশের জার্সিতে, আইপিএলে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের জেরে এবার বিগ ব্যাশের দরজা খুলে গেল আফগান স্পিনারের কাছে। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের পর দ্বিতীয় বিদেশি ক্রিকেটার হিসাবে মুজিবকে সই করাল ব্রিসবেন। গত আইপিএলে কিংস ইলেভেন পঞ্জাব দলের হয়ে ১৪টি উইকেট নিয়েছেন আফগান স্পিনার। বিগ ব্যাশের ক্লাবে সই করার পর মুজিব বলেছেন, 'দেশের জার্সিতে খেলার পাশাপাশি আইপিএল, বিগ ব্যাশ এবং কাউন্টি ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন ছিল। আমার প্রথম দুটো স্বপ্ন পূর্ণ হল। ব্রিসবেন হিটসের হয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় দিন গুনছি।' দলের কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি বলেছেন, 'পাওয়ার প্লে-র বোলার হিসাবে মুজিব অত্যন্ত কার্যকরী। ও দলে আসায় বোলিং লাইনআপ আরও শক্তিশালী হল।'